116866 - ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বাজি ধরার হুকুম কী?

প্রশ্ন

ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতায় বাজি ধরার হুকুম কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা জায়েয। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "তীরন্দাজি, উটদৌড় কিংবা ঘোড়দৌড় ছাড়া অন্য কিছুতে পুরস্কার নেই।"[সুনানে তিরমিযি (১৭০০), সুনানে আবু নাসাঈ (৩৫৮৫), সুনানে আবু দাউদ (২৫৭৪) ও সুনানে ইবনে মাজাহ (২৮৭৮); আলবানী সহিহ সুনানে আবু দাউদ গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন]

এই হাদিস প্রমাণ করে যে, ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতার পেছনে অর্থ ব্যয় করা জায়েয; চাই সেই অর্থ দুই প্রতিযোগীর কারো একজনের পক্ষ থেকে হোক কিংবা অগ্রগণ্য মতানুযায়ী উভয়জনের পক্ষ থেকে হোক কিংবা তৃতীয় কোন পক্ষ যেমন রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে হোক।

তবে এই বৈধতার মধ্যে প্রতিযোগীদের কোন একজন বিজয়ী হওয়া নিয়ে বাজি ধরা কিংবা কোন এক ঘোড়া বিজয়ী হওয়া নিয়ে বাজি ধরা অন্তর্ভুক্ত হবে না; যেমনটি মানুষ করে থাকে। কেননা এটি হারাম জুয়াখেলা। এর সাথে শরিয়ত যে প্রতিযোগিতা বৈধ করেছে তার কোন সম্পর্ক নেই।

এই হারাম বাজি পৃথিবীর অনেক দেশে বিদ্যমান। এই বাজির কারণে কত অর্থ নষ্ট হয়েছে এবং কত সম্পদ ধ্বংস হয়েছে।

যদি একদল মানুষের সম্মিলিত ফান্ডে হারাম বাজির অর্থ রাখা হয় তাহলে এই ফান্ডে অংশ গ্রহণ করা নাজায়েয। যেহেতু এর মাধ্যমে যেই জুয়া খেলায় সহযোগিতা করা হয়; যে খেলা আল্লাহ্ হারাম করেছেন এবং মদের সাথে একত্রে সেটাকে উল্লেখ করেছেন। যেমনটি আল্লাহ্ তাআলা বলেন: "হে ঈমানদারগণ! মদ, জুয়া, মূর্তি ভাগ্য নির্ণয়ের তীর এগুলো বস্তুত শয়তানের একটি ঘৃণ্য কাজ; অতএব এসব থেকে দূরে থাক; যাতে তোমরা সফল হতে পার।"[সূরা মায়িদা, আয়াত: ৯০]

শাইখ আব্দুল মাজিদ সেলিমি (রহঃ) বলেন: "... এর থেকে জানা যায় যে, বর্তমানে প্রচলিত বাজি; সেটি ঘোড়দৌড়ের ক্ষেত্রে হোক কিংবা অন্যান্য বাজি হোক; সেগুলো শরিয়তে নিষিদ্ধ জুয়ার অন্তর্ভুক্ত। এমন কোন দলিল নেই যা এ বাজিগুলোর বৈধতা দেয়। বরং যে দলিলগুলো আমরা উল্লেখ করেছি সেগুলো এই ধরণের বাজি হারাম হওয়ার প্রমাণ বহন করে। বরঞ্চ

শরয়িত বর্তমানে বদ্যিমান সব ধরণরে বাজকিে হারাম করছে; যহেতেু এগুলোর কারণে বড় ধরণরে অনষ্টি ঘটে যা আমরা প্রতদিনিই দখেছি। বাজি ধরে বপিুল সম্পদ নষ্ট হয়ছে। বহু সম্ভ্রান্ত পরবিার ধ্বংস হয়ছে। অনুরূপভাবে এটি অনকে জুয়াডকিে চুরি-ছনিতাই এর মত বভিন্নি অপরাধে লপ্তি হতে প্ররোচতি করছে। এমনকি আত্মহত্যা করতওে। জুয়ার পরপ্রিক্ষেতিে যা ঘটছে কংিবা ঘটে থাকে সে সম্পর্কে অবহতি ব্যক্তরি ঈমান আরও বৃদ্ধি পায় যে— আল্লাহ্র রহমত, অনুগ্রহ ও প্রজ্ঞা থকেে তনিি তাঁর বান্দাদরে ওপর জুয়া হারাম করছেনে। যমেনভিাবে তনিি তাদরে ওপর এমন অনকে বষিয় হারাম করছেনে যগেুলোর পরপ্রিক্ষেতিে অনকে ক্ষতি ও অনষ্টি ঘটে।"[ফাতাওয়াল আযহার থকেে সমাপ্ত]

স্থায়ী কমটিরি আলমেগণকে জজ্ঞিসে করা হয়ছেলি: আমাদরে এখানে একদল মানুষ রয়ছেে যারা 'আল-শারক্বুল আওসাত' পত্রকিা থকেে প্রকাশতি 'স্পোর্টস ম্যাগাজনি' খরদি করে। উদ্দশ্যে হলো: এই ম্যাগাজনিে থাকা ঘোড়দৌড়রে কূপনটি পূরণ করা। এতে তারা প্রত্যকে চক্করে যে ঘোড়াটি বজিয়ী হবে সটেি নর্িবাচন করে। তারা একাধকি ম্যাগাজনিরে একাধকি কূপন পূরণ করে। উদ্দশ্যে হলো পুরস্কার জতো। এর ফলে তারা বপিুল সম্পদ হারায়। আমরা আপনার কাছে এ বষিয়ে ফতোয়া চাচ্ছি। কনেনা আমাদরে ফতোয়াটি খুব প্রয়োজন যাতে করে এ ব্যক্তরিা এ বষিয়রে শরয়ি হুকুম জানতে পারে। আল্লাহ্ আপনাদরেকে তাওফকি দনি এবং আপনাদরে ইল্মরে মাধ্যমে মুসলমি উম্মাহকে উপকৃত করুন।

জবাবে তারা বলনে: এই কাজ নাজায়যে। কনেনা এটি হারাম বাজরি অন্তর্ভুক্ত; যা জুয়ার মধ্যে পড়ে। আল্লাহ্ তাআলা বলনে: "হে ঈমানদারগণ! মদ, জুয়া, মূর্তি ভাগ্য নর্িণয়রে তীর এগুলো বস্তুত শয়তানরে একটি ঘৃণ্য কাজ; অতএব এসব থকেে দূরে থাক; যাতে তোমরা সফল হতে পার।"[সূরা মায়দিা, আয়াত: ৯০] অতএব, এটি হচ্ছে অন্যায়ভাবে সম্পদ ভক্ষণ। আল্লাহ্ই তাওফকিদাতা। আমাদরে নবী মুহাম্মদরে ওপর আল্লাহ্র রহমত ও শান্তি বর্ষতি হোক।[সমাপ্ত]

শাইখ আব্দুল আযযি বনি বায, শাইখ আব্দুল্লাহ্ বনি গাদইয়ান, শাইখ সালহি আল-ফাওযান, শাইখ বাকর আবু যায়দে।

[ফাতাওয়াল লাজনাদ দায়মিা (১৫/২২৪)]